সাদা, কালো, এবং ধলার কাহিনী

“আমার কোন কিছুর দরকার নাই, আমার শ্বশুর প্রতিদিন আমাকে একশ টাকা দেন বাজারের জন্য, তাতেই আমার সংসার চলে যায়”! র্বতমান প্রধানমন্ত্রী এবং ততকালীন আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা কারাগারে আটক ছাত্রলীগ সভাপতি জনাব মোস্তফা জালাল মহিউদ্দীন এর স্ত্রী’কে কিছু টাকা দিয়ে সাহায্যের প্রস্তাব করলে, এই উওর দেন জালাল ভাই এর স্ত্রী। জালাল ভাই’এর স্ত্রীর সেই সাদামাটা উত্তর সেই সময় আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা’র মুখ থেকে আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র দেশের আওয়ামী লিগ এবং ছাত্রলীগের র্কমীদের মুখে মুখে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সামরিক শাসক এরশাদের শাসনকালের একপর্যায়ে র্দীঘ ১৪ মাস কারাগারে ছিলেন ৮০’র দশকের জনপ্রিয় ছাত্রলীগ সভাপতি জনাব মোস্তফা জালাল মহিউদ্দীন। সাদা মনের মানুষ, সেই জালাল ভাইয়ের সাথে আবার দেখা হলে বিশ বছর পর সিডনী’তে, মেয়েদের দেখতে এসেছেন। কোন পরির্বতন নাই, জানতে পারলাম এখনো থাকেন র্উদু রোডের ঢাল’এ পৈতৃক বাড়িতে! জিজ্ঞেস করলাম, আপনার এখন চলে কি করে? উত্তর দিলেন, “ আমার বাবার যে রুটি আর বিস্কিটের ফ্যাক্টরিটা ছিল বাড়ির পিছনে ওইটা তো আর চলে না, ওইটা ভাইঙ্গা ডেভলাপাররে দিছি, তিন ভাই দুইটা কইরা এর্পাটমেন্ট পামু, চইলা যাইব”!

এখন ছাত্রলীগ নামধারী কিছু সুবিধাবাদী নেতা র্কমীর মাস্তানী আর চাঁদাবাজীর কারনে এইসব ইতিহাস আজ রূপকথা মনে হয়। কিছু সুবিধাবাদী নেতা র্কমীর র্কমকান্ডে চাপা পড়ে যাচ্ছে এবং গ্যাছে ছাত্রলীগের ত্যাগ আর সংগ্রামের ইতিহাস।

বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন “ছাত্রলীগের ইতিহাস, বাঙ্গালীর ইতিহাস”। আসলেই তাই ৬০ এবং ৭০ এর দশকে এই ছাত্রলীগই জন্ম দেয় জালাল ভাইয়ের মত হাজার হাজার সৎ এবং ত্যাগী নেতা র্কমীর। আব্দুর রাজ্জাক, সিরাজুল আলম খান, তোফায়েল আহমেদ, শেখ মনি সবাই ছিলেন ছাত্রলীগ নেতা এবং র্কমী। গত বিশ বছর বছর শুধু ছাত্রলীগ কেন, কোন ছাত্রসংগঠনই মনে করার মত একজন নেতা’ও তৈরী করতে পারে নাই!

১৯৮৪ সালে বুয়েট ছাত্রলীগের সম্মেলনে সভানেত্রী শেখ হাসিনার সাথে জালাল ভাই এবং লেখক

বুয়েটের শেরে বাংলা হলের আমার রুমের বারান্দার সামনেই অবস্থিত জিমনেশিয়ামের পাশের কবরটি দেখা যেত। আমি কয়েকবার গিয়েছিলাম সেই কবরে এবং বুয়েটের সিনিয়র ভাই'দের কাছে জানতে চেয়েছিলাম, এই কবর কার? কেউ কোন বিস্তারিত বলতে পারেন নাই। কয়েক জন শুধু বলেছিল ১৯৭১ সালের ২৫ শে র্মাচ রাত্রে ইনি শহীদ হন এবং হলের র্কমচারীরা তাকে এইখানে কবর দেন। স্বাধীনতার পর শেখ কামাল'এর উদ্যোগে এই কবর বাধানো হয়।

১৯৮২-৮৩ সালের এক সন্ধ্যায় জালাল ভাইয়ের সাথে পুরান ঢাকার আজিজ ভাইয়ের অফিসে বসে আছি কোন এক কাজে। এমন সময় প্রচন্ড কালো এক আওয়ামী লীগ র্কমী এসে আমার পাশে এসে বসলেন, মাথায় ব্যান্ডেজ। জালাল ভাই আমার সাথে উনার আলাপ করিয়ে দিলেন, " নাজমুল, এই হলো আমদের খুব ভালো র্কমী, নাম ধলা, থাকে হোসনী দালানে। ও কয়েক মাস আগে বি, এন, পি'র হামলায় মারাত্নক ভাবে আহত হয়েছিল, প্রায় মারাই যাচ্ছিল। কয়েক মাস ঢাকা মেডিকেলে ছিল, নেত্রি এসেছিলেন ধলাকে দেখতে ঢাকা মেডিকেলে"।

কয়েক মিনিটের মধ্যে বিশাল সাদা মনের অধিকারী ধলা'র সাথে আমার খুব হৃদ্যতা হয়ে গেল। ধলা যখন শুনলেন আমি বুয়েটের ছাত্র, তখন আমাকে জানাল আমাদের মুক্তিযুদ্ধের প্রথম প্রহরের এক অজানা কাহিনী। বলল আপনাদের ইউনিভার্সিটিতে আমার ভাইয়ের কবর আছে! আমিতো অবাক! ধলার কাছেই জানতে পারলাম, তার বড় ভাই কি ভাবে ২৫ শে র্মাচ রাত্রে সোহরোর্য়াদী হল থেকে পাকিস্তানী বাহিনীর উপর হামলা চালানোর সময় শহীদ হয়েছিলেন"।

২০১৪ সালে সিডনীতে জালাল ভাইয়ের সাথে লেখক

জালাল ভাইয়ের সাথে কথার এক পর্যায়ে জিজ্ঞেস করলাম, কে কেমন আছে, কথা হলো আওরংগ ভাইয়ের প্রসঙ্গে। জালাল ভাই বললেন, " আমি কাটাবন মসজিদে উনার জানাযায় গিয়েছিলেম, ৭৫ এর পর উনি না থাকলে আমরা ঢাকা শহরে দাড়াতে পারতাম না"।

আচ্ছা জালাল ভাই, ধলার খবর কি, কেমন আছে?

"তোমার মনে আছে ধলার কথা! ও তো কিছু দিন আগে মারা গ্যাছে। একটা আশ্চর্য ব্যাপার জান! ধলা মারা যাওয়ার কয়েক মাস আগে হটাত নেত্রি (প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা) আমাকে জিজ্ঞেস করল, "ধলার খবর কি"?

আমি বললাম খুব আসুস্থ। শুনে সঙ্গে সঙ্গে নেত্রী ধলার নামে দুই লাখ টাকার একটা চেক দিতে বলল তার সহকারীকে! বুজছ শত হইলেও বঙ্গবন্ধুর মেয়ে, বঙ্গবন্ধুর অনেক গুন আছে নেত্রীর মধ্যে। নাইলে ধলার মত একজন সাধারন র্কমীর কথা ত্রিশ বছর পরও কেমনে খেয়াল থাকে। নেত্রীর চেক পাইয়া ধলা কাইন্দা দিছিল, মৃত্যুরপথযাত্রী ধলার জীবনে সেই দিন ছিল জীবনের অন্যতম খুশীর দিন ”।

আসলেই র্বতমান কালো রাজনীতিতে পয়সাঅলা সুবিধাবাদীদের ভীরে ‘ধলা’র মত সাদা মনের ত্যাগী র্কমী আসলেই বিরল। মহান আল্লাহতায়লা ‘ধলা’কে জান্নাত বাসী করুন। আমিন।

নাজমুল আহসান শেখ সিডনী victory1971@gmail.com